দৈনিক জনকণ্ঠ

DEC. 30 2001

তারিখ ... পৃষ্ঠা 7 কলাম 2

৭ হাজার প্রাথমিক শিক্ষক ৭ মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না!

শরিফুজ্জামান পিন্টু

দেশের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত সাত সহস্রাধিক নিম্নবেতনের শিক্ষক দীর্ঘ সাত মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না। 'রিটেনশন অর্ডার' নামে এক চরম আমলাতান্ত্রিক জটিলতার ফাঁদে পড়ে এসব শিক্ষক গত প্রায় একযুগ ধরে হাবুডুবু খাচ্ছেন। খোদ প্রধানমন্ত্রীর হাতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ থাকলেও এঁদের দুর্ভোগ লাঘব হবার পরিবর্তে বরং বেড়েছে। পরিবার পরিজন নিয়ে তাঁরা অর্থকষ্টে দিন কাটাচ্ছেন, শিকার হচ্ছেন হয়রানি ও ভোগান্তির। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে রিটেনশন অর্ডারের ফাইল স্বাক্ষর না হয়ে পুনরায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের জন্য ফেরত আসায় এসব শিক্ষকের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা আরও বেড়ে গেছে।

(২- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

৭ হাজার প্রাথমিক

(প্রথম পাতার পর)

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে তিনজন মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী থাকলেও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের দায়িত্ব কাউকে দেয়া হয়নি। প্রধানমন্ত্রী এই বিভাগের মূল দায়িত্ব রেখে একজন উপদেষ্টা নিয়োগ করেছেন। কিন্তু নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে উপদেষ্টা কেবল সুপারিশ করতে পারেন, সিদ্ধান্ত দিতে পারেন না। এজন্য সাত সহস্রাধিক শিক্ষকের রিটেনশন অর্ডারের জন্য প্রয়োজন খোদ প্রধানমন্ত্রীর স্বাক্ষর। দীর্ঘদিন ধরে শম্বুক গতিতে এই ফাইল ঘোরাঘুরির পর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে গেলেও স্বাক্ষর ছাড়াই ফেরত এসেছে।

জানা যায়, ১৯৯১ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক আদেশে ৭ হাজার ১শ' ৮৫ জন সরকারী প্রাথমিক শিক্ষককে উন্নয়ন প্রকল্প থেকে অস্থায়ী রাজস্ব খাতে নেয়া হয়। তখন থেকে রিটেনশন অর্ডার নামক খড়গ নেমে আসে তাঁদের ওপর। চলতি বছরের জুন থেকে রিটেনশন অর্ডার না হওয়ায় এসব শিক্ষকের বেতন আজো বন্ধ রয়েছে। তাঁরা শিক্ষা, সংস্থাপন ও অর্থ মন্ত্রণালয়ে বারবার ধর্ণা দিচ্ছেন এই ভোগান্তি থেকে রেহাই পাবার জন্য। ঈদের আগে শত অনুরোধ জানিয়েও তাঁরা বেতন ছাড় করাতে পারেননি। এদিকে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের সংশ্লিষ্ট কোন কর্মকর্তা এ ব্যাপারে মুখ খুলতে নারাজ। যেহেতু রিটেনশন অর্ডারে খোদ প্রধানমন্ত্রীর স্বাক্ষরের বিষয়টি জড়িত সেহেতু কেউ এ ব্যাপারে কোন মন্তব্য করতে চাননি। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের এক কর্মকর্তা জানান, নিম্নবেতনভোগী শিক্ষকদের সাত মাস বেতন বন্ধ করে রাখার বিষয়টি দুঃখজনক ও অমানবিক। কিন্তু নিচের লেভেলে এ ব্যাপারে কারও কিছু করার নেই বলে তিনি জানান।